দৈনিক ইনকিলাব

৭/১২/২০০৫

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ... ১ ...

প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা

'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' নামে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এক সময়। ৬ থেকে ১০ বছরের বালক-বালিকাদের প্রাইমারী শিক্ষার আওতায় আনার জন্য প্রচার-প্রচারণাও কম হয়নি। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, সরকারী উদ্যোগ একবিংশ শতকের শুরুতেও সাফল্যজনকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সম্প্রতি একটি সহযোগী কাগজে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে; দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে টাঙ্গাইল জেলাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার ৫টি জেলার ৮টি উপজেলায় প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের এক জরিপ মতে, এই ৮ উপজেলার সরকারী রেজিস্টার্ড, বেসরকারী কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ২শ' ৯৯টি এবং এর শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪ লাখ ২০ হাজার। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৪ হাজার ৮শ' ৭৪ জন। সারাদেশে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক অনুপাত যেখানে গড়ে ৫৭ ঃ.১, সেখানে ঐ ৮টি উপজেলার অনুপাত হলো ৮৬ ঃ ১। খবরে প্রকাশ যে, ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৮৯ হাজার ১শ' ৯২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের সংখ্যা ৭০৬ জন। এক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ১২৬ ঃ ১। এভাবে ক্রমানুসারে কিশোরগঞ্জ সদরে, ৬৭ ঃ ১, জামালপুর সদরে ৯৩ ঃ ১, মধুপুরে ৯৭ ঃ ১, শেরপুরের নলিতাবাড়ীতে ৭০ ঃ ১, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ৭৯ ঃ ১, জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ৬৮ ঃ ১, ময়মনসিংহের গৌরিপুরে ৬৯ ঃ ১ বলে জানা গেছে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সংকট নিয়ে এ বছরের গোড়ার দিকে খবর ছাপা হয়েছিল যে, নবীগঞ্জ থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ শিক্ষকবিশিষ্ট প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১০টি, ২ শিক্ষকবিশিষ্ট প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৫০টি, ৩ শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা ৪৯টি। এর মধ্যে, ২৯টি প্রধান শিক্ষক, ৩৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এ ধরনের খবর প্রায়শই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, যাতে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সংকটের অবস্থাটা সহজেই অনুমানযোগ্য। শিক্ষক সংকটের কারণে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সংকটের সম্মুখীন এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষেও যথার্থ শিক্ষা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক থাকবেন ১ জন। অথচ সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় শিক্ষাকার্যক্রমে শিক্ষকের স্বল্পতায় প্রকট সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক তথ্যে জানা গেছে, বেশীর ভাগ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৩ জন। কোনো কারণে ১ জন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে হেডমাস্টারসহ শিক্ষক থাকেন ২ জন। হেডমাস্টার অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকায় একটি স্কুলের শিক্ষার দায়িত্ব ১ জন শিক্ষকের উপর বর্তায়। বাস্তবে এভাবে শিক্ষাদান আদৌ সম্ভব কিনা তা বিবেচনা সাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে প্রাইমারী স্কুলে বিরাট সংখ্যক ছাত্রের ড্রপ আউটের জন্য দায়ী যথাযথ শিক্ষাদানের অভাব। এর জন্য শিক্ষক সংকটকে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় প্রতিবছর বহু ছাত্র প্রাইমারী স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে ফেল করছে। স্কুলের শিক্ষক স্বল্পতার জন্য সরকার দায়ী হলেও শিক্ষকের ট্রেনিং, পছন্দমত স্থানে বদলী এবং উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকদের উচ্চ বেতনে অন্য পেশায় চলে যাওয়াও শিক্ষক পদ শূন্যতার একটি বড় কারণ। প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশীরভাগ অশিক্ষিত; দারিদ্র্যপ্রপীড়িত পরিবারের ছেলে-মেয়ে। স্কুলে পড়ালেখা যথাযথভাবে না হওয়ায় তারা ইংরেজী ও অংকের মত কঠিন বিষয় বুঝতে পারে না। ফলে তাদের ভেতর হতাশা আসে ও তারা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এছাড়া অসম্পূর্ণ শিক্ষার কারণে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে টিকতে পারে না। উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষার ভিত শক্ত না হলে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে ওঠে।

টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ বা নবীগঞ্জ থানার প্রাইমারী স্কুলের সমস্যার যে চিত্র সংবাদপত্রে পাওয়া গেছে তা আসলে সারাদেশের প্রাইমারী স্কুলের সমস্যার একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। প্রাইমারী শিক্ষার গুরুত্ব বাড়াতে হলে অবশ্যই শিক্ষক সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে আগে। জাতীয় পর্যায়ে প্রাইমারী শিক্ষার মান উন্নয়নে যোগ্য ও চাহিদামাফিক শিক্ষক নিয়োগের বিকল্প নেই। প্রাইমারী শিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন আশা করা ঠিক নয়। এ শতকের বাস্তবতা ও প্রয়োজনের তাগিদেই শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সকল অসুবিধা দূর করার প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও উদ্যোগ গৃহীত হোক, আমরা এটাই আশা করি।